ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০২৮ ● কলকাতা ● ১৪ মাঘ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৯ জানুয়ারী, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কার সঙ্গে প্রেম করছেন কঙ্গনা?

পৃঃ ৫

টানা দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরা ভারতের সূর্যকুমার

পৃঃ ৬

'তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘোরো'

পরামর্শ নওশাদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী ইতিমধ্যেই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ডায়মন্ড হারবার থেকে লোকসভা ভোটে লড়তে চান। ডায়মন্ড হারবারের দু'বারের সাংসদ অভিষেক। নওশাদ বলেছেন, সেই অভিষেককে হারানোই তাঁর চ্যালেঞ্জ। যদিও তৃণমূল এসব কথাকে গুরুত্ব দিতেই নারাজ। তবে এসবের মধ্যে আজ রবিবার ডায়মন্ড হারবারে লোকসভা ভোটের আগে প্রথম জনসভা করলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ।নওশাদের দাবি, শাসকদল প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে তাঁদের ছেলেদের নানাভাবে বিরক্ত করছে। তাঁর সংযোজন, "আমাদের কর্মী সমর্থকরা আক্রান্ত হচ্ছেন। তাই আমরা বলছি, বেশি হইহই নয়। মিটিং মিছিলে যাওয়া, ঝান্ডা ধরার দরকার নেই। প্রয়োজনে তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘোরো। কোনও সমস্যা নেই। তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে যাও। স্লোগানটা একটু আসতে দেবে আর ভোটটা আইএসএফের পক্ষে দেবে।"বললেন, "হয়ত আর কয়েকদিনের মধ্যেই ভোটের নোটিফিকেশন জারি হয়ে যাবে। সে অর্থে বলা যেতেই পারে এটা আমার প্রস্তুতিসভা।" নওশাদ বলেন, লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্র নিয়ে তাঁরা আত্মবিশ্বাসী। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ইভিএমের সামনে শুধু

এরপর ৩ পাতায়

মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বন্ধ ত্রিবণী কুম্ভ মেলা,

'ভয় পাচ্ছে তৃণমূল' কটাক্ষ বিজেপির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দু'বছর ধরে হুগলির ত্রিবেণীতে কুম্ভ মেলা হচ্ছে। অনেকেই এই মেলাকে মিনি কুম্ভ মেলা বলে থাকেন। এবছর ১১ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ৩ দিন এই মেলা হওয়ার কথা ছিল। তবে ওই সময় মাধ্যমিক পরীক্ষা চলার কারণে এই মেলায় অনুমতি দিল না জেলা প্রশাসন। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, মাধ্যমিক পরীক্ষা হল অজুহাত, আসলে তৃণমূল ভয় পেয়ে এই মেলা বন্ধ রেখেছে।অন্যদিকে প্রশাসনের তরফে মেলার অনুমতি দেওয়া না হলেও রবিবার শিবপুরের মাঠে মেলার ব্যানার টাঙাতে দেখা যায়। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন শিল্পী চট্টোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার কারণে এই মেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। যদিও এ নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। এ বিষয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, এই কুম্ভ মেলার সঙ্গে অনেক বিজেপি নেতা যুক্ত রয়েছেন। গতবার এখানে সুকান্ত মজুমদার এসেছিলেন। যেহেতু সামনে লোকসভা নির্বাচন রয়েছে সেক্ষেত্রে এখানে অনেক বিজেপি নেতা আসতে পারেন। তাই ভয় পেয়ে এই মেলা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল। মাধ্যমিক পরীক্ষা অজুহাত ছাড়া আর কিছু নয়। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে সেখানে কুম্ভ মেলা হত না। দুবছর থেকেই সেখানে কুম্ভ মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ, দমকল এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। সেই কথা মাথায় রেখেই এবার সেখানে কুম্ভ মেলায় অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন মহাকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল।

এরপর ৩ পাতায়

আটঘাট বাঁধছে বিজেপি,

৩ নেতাকে বাংলার পর্যবেক্ষক নিয়োগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার অনুমতিক্রমে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের জন্য বাংলা সহ বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক এবং নির্বাচনী সহ পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করা হল কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে। সরকারিভাবে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা না হলেও লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি জোর কদমে শুরু করে দিয়েছে গেরুয়া শিবির।পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি দলের সহ সভাপতি জয় পাণ্ডাকে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিকে। বিহারে বিজেপির দায়িত্ব পেয়েছেন বিনোদ তাওড়ে এবং দীপক প্রকাশ। মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সামলাবেন মহেন্দ্র সিং এবং সতীশ উপাধ্যায়। জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তরুণ চগ এবং আশিস সুদের হাতে।

ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে দায়িত্ব পেয়েছেন লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী। হরিয়াণার দায়িত্বে থাকবেন বিপ্লব দেব এবং সুরেন্দ নাগর। হিমাচল প্রদেশের দায়িত্ব সামলাবেন শ্রীকান্ত শর্মা এবং সঞ্জয় ট্যান্ডন। বলাবাহুল্য, সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের নেতা এবং পদাধিকারীদের নিয়ে ১০১ জনের নির্বাচনী কমিটি তৈরি

এরপর ৩ পাতায়

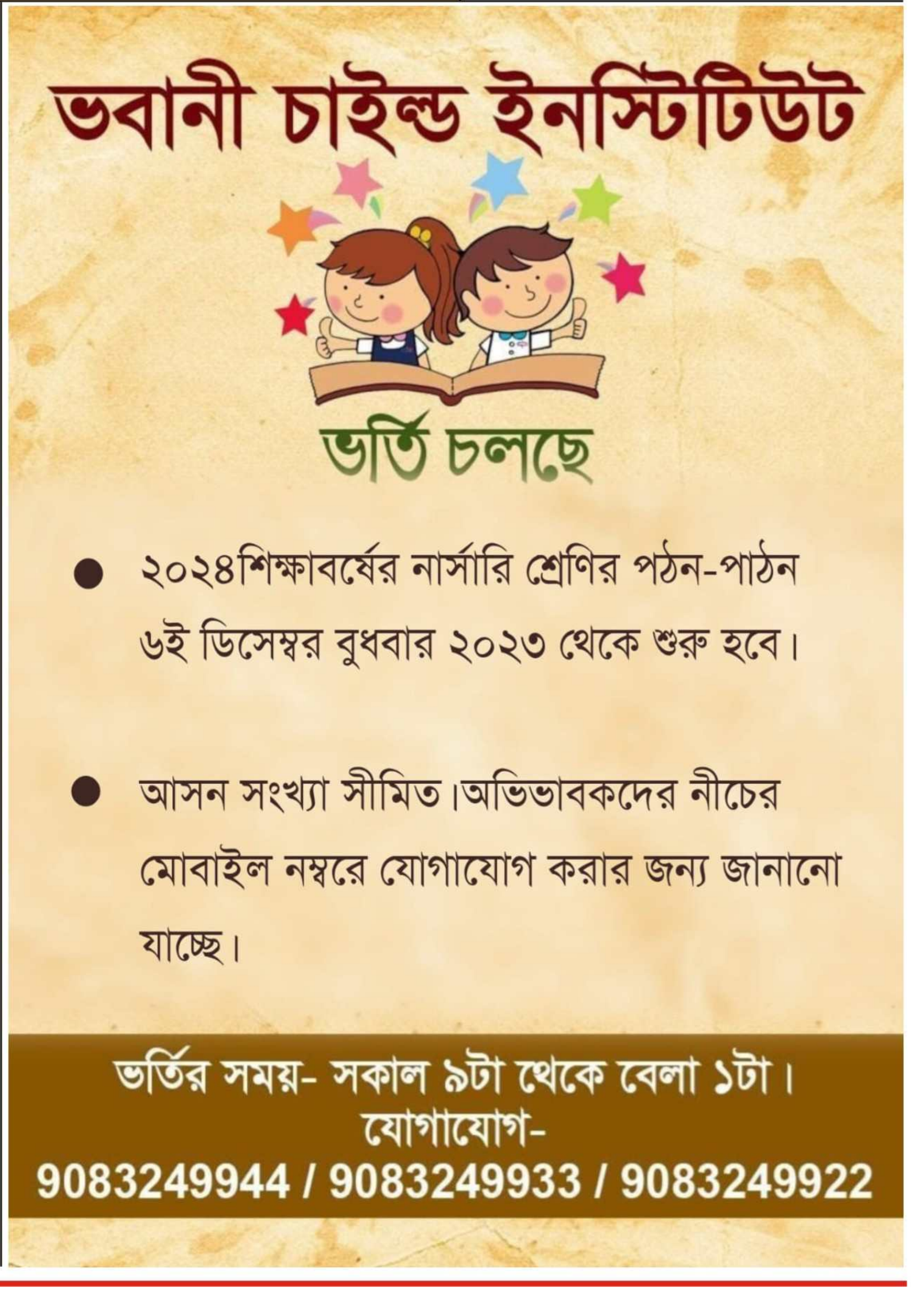

'বাংলায় যে ভালবাসা পেলাম, সম্ভবত কোনও প্রদেশে পাইনি:রাহুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় যে ভালবাসা পেলাম, সম্ভবত কোনও প্রদেশে পাইনি। ইন্ডিয়া ব্লকে তৃণমূলের সঙ্গে টানাপোড়েনের আবহে, এমনই মন্তব্য করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গাঁধী। সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। এত ভালবাসা দেওয়ার জন্য তিনি কর্মী-সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান।এরপর একের পর এক ইস্যুতে বিঁধলেন মোদি সরকারকে। রাহুল বলেন, "দিল্লিতে যে সরকার আছে, তারা পুরো কাজ উদ্যোগপতিদের জন্য করে। বিমানবন্দর, বন্দর, পরিকাঠামো, বিদ্যুত-সহ সবকিছু দুই-তিন জন বড় লোকের হাতে যাচ্ছে। যদি কোনও মেকানিক ভাবেন যে আমি গাড়ি বানাতে চাই, নিজের কোম্পানি খুলতে চাই বা এমন কোনও যুবক যে গরিব, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হতে চান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি খুলতে চান, তাঁদের সবার জন্য দরজা বন্ধ।"

এরপর সঙ্গে থাকা গাড়ি প্রসঙ্গ টেনে রাহুলের সংযোজন, "এই টয়োটা গাড়ির মালিক জাপানের মেকানিক ছিলেন। তিনি কাজ শুরু করেন। এরপর আস্তে আস্তে এই টয়োটা কোম্পানি খুলেন। কিন্তু, ভারতে কোনও মেকানিক এই স্বপ্ন দেখতে পারবেন না। যদি কোনও মেকানিক এই স্বপ্ন দেখেন, তো অন্যরা তাঁকে নিয়ে মজা করবে। কিন্তু আমরা চাই, এদেশের মেকানিক, গরিব কৃষক কোনও স্বপ্ন দেখুন। এমন দেশ আমি চাই। কিন্তু, আজকাল যে দালালি করেন তাঁর ইজ্জত আছে, কিন্তু যে কাজ করেন তাঁর সম্মান নেই।" বাঙালির মেধার প্রশংসা করেন কংগ্রেস সাংসদ। টানেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও বিবেকানন্দের কথা। জোট নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই শিলিগুড়িতে ন্যায় যাত্রা থেকে রাহুল বলেন, "যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই চলছিল, তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াই করেছিল বাঙালিরা। এর অর্থ, আপনার বিদ্বজন। আপনারা চিন্তাভাবনা করেন। আপনারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারা মানুষ। যেহেতু, আপনারা বাঙালি, তাই আপনাদের দায়িত্ব দেশকে পথ দেখানো। আপনারা যদি দেশকে পথ না দেখান, তাহলে দেশ আপনাদের ক্ষমা করবে না। বাংলার প্রত্যেকের মধ্যে আগুন আছে। ছোট ছোট বাচচার মধ্যেও। তাই আপনাদের সবার দায়িত্ব, ঘৃণার বিরুদ্ধে আপনাদের লড়তে হবে। আপনাদের মধ্যে যে ইন্টেলেকচুয়াল ক্ষমতা আছে, তা দিয়ে ভারতকে জুড়তে হবে।"দু'দিন বিশ্রামের পর, বাংলায় ফের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু করছেন রাহুল গান্ধী। এদিন সকালে, জলপাইগুড়ির পাহাড়পুর মোড় থেকে শুরু হয় রাহুলের যাত্রা। হুড খোলা গাড়িতে চেপে জনসংযোগ করেন তিনি। গাড়িতে বেশ কিছুটা পথ রাহুলের সঙ্গী ছিলেন অধীর চৌধুরী। এরপর শিলিগুড়িতে হুডখোলা জিপে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস সাংসদ। বক্তব্যের গোড়াতেই রাহুল শিলিগুড়ির নাম মুখে আনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। পাল্টা ধন্যবাদ জানিয়ে রাহুল বলেন, 'আমি বললামই না। আর আপনারা মহব্বতের দোকান খুলে দিলেন। তাও আবার ফ্রিতে। একেবারে মন খুলে।'

বিহারে নবম বারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হলেন নীতিশ কুমার

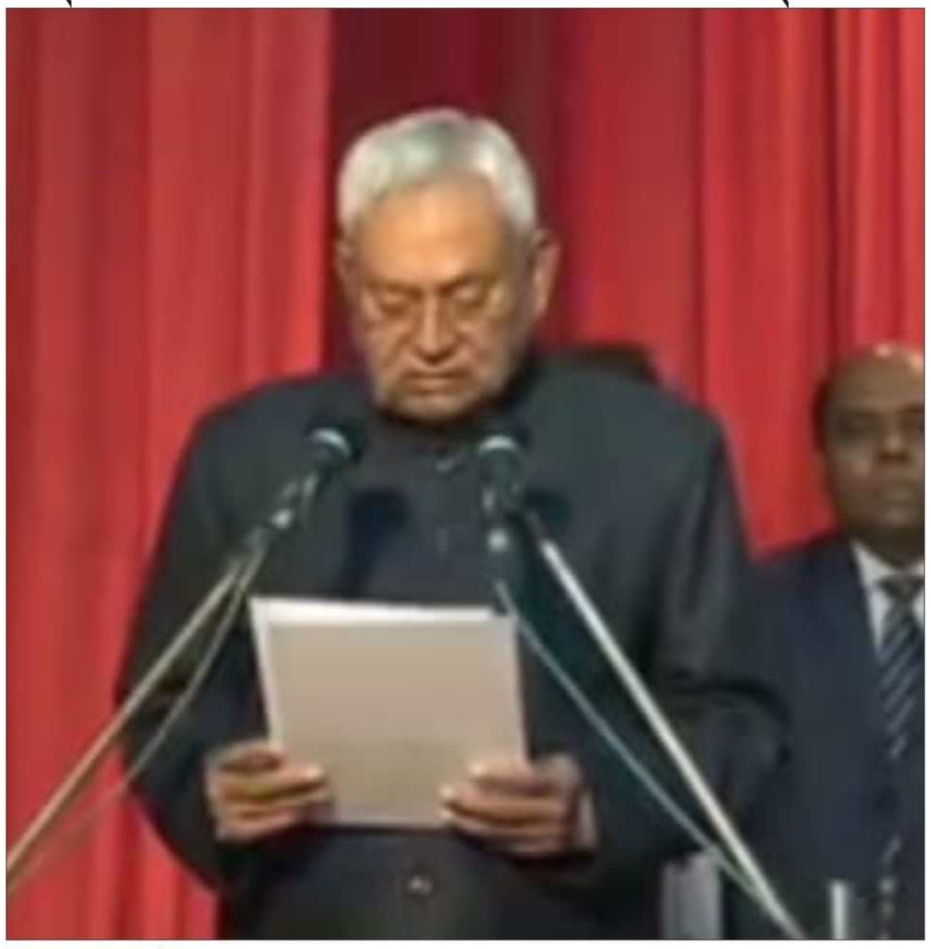

ড:সমরেন্দ্র পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক : পাটনা/নয়া দিল্লি, ২৮ জানুয়ারী ২০২৪ (এজেন্সি) বিহারে : নিউজ সারাদিন : নীতীশ কুমার আজ ৯মবারের মতো মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন। এর সাথে, রাজ্যে আবার এনডিএ সরকার গঠিত হয়েছে।

রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার মিঃ কুমারকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করান।তার সাথে বিজেপি কোটা থেকে সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় কুমার সিনহা উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

এর আগে, মিঃ কুমার মহাজোটের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। পদত্যাগের পরপরই তিনি সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেছিলেন যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না, তাই তিনি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

এর পরপরই, বিজেপির বিহার ইনচার্জ বিনোদ তাওড়ের উপস্থিতিতে, দলীয় বিধায়কদের বৈঠকে মিঃ কুমারের নেতৃত্বে রাজ্যে এনডিএ সরকার গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয়।

মিঃ তাওদে বলেছেন যে বিহারের উন্নয়নের জন্য নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তিনি মিঃ চৌধুরী এবং মিঃ সিনহাকে বিজেপি কোটা থেকে উপ-মুখ্যমন্ত্রী করার কথাও বলেছেন।

পরে, কিছু দলীয় নেতা শ্রী কুমারের প্রতিনিধি সঞ্জয় ঝাকে নিয়ে বিজেপির সমর্থন পত্র নিয়ে 1 অগ্নে মার্গে যান। সেখান থেকে সমর্থন পত্রটি রাজভবনে পাঠানো হয় এবং সন্ধ্যায় শ্রী কুমার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। 9ম বারের জন্য।

এরই মধ্যে আরজেডি এবং জেডিইউ-এর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছে।আরজেডি এটাকে আত্মঘাতী পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছে।অথচ জেডিইউ বলছে জোট ভাঙা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল না।

অন্যদিকে, গতকাল থেকে আরজেডি সুপ্রিমোদের উপস্থিতিতে দলের বিধায়ক ও শীর্ষ নেতাদের বৈঠক চলছে। খেলা বদলানোর চেষ্টায় আরজেডি শুধু বলছে "এবার খেলা হয়েছে।"

যদি আমরা বিহারে সংখ্যাগত শক্তির দিকে তাকাই, তবে সর্বাধিক সংখ্যক বিধায়ক হল RJD 79, BJP 78, JDU 45, কংগ্রেস 19, MLA 13, HAM 4 এবং অন্যান্য ছোট ও স্বতন্ত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠতার চিহ্ন অতিক্রম করতে 122 প্রয়োজন। যেখানে NDA বর্তমানে 128 জন বিধায়ক রয়েছে।

ঘটনার এই পরিবর্তনের কারণে এলজেপি রামবিলাস প্রধান চিরাগ পাসোয়ান এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার উদ্বেগ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। গতকাল শ্রী পাসোয়ান বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। মিঃ কুমারের ঘনিষ্ঠ।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে বলেছেন যে RJD সুপ্রিমো লালু যাদব এবং তেজস্বী যাদব ইতিমধ্যেই তাকে নীতীশ কুমারের পক্ষ পরিবর্তনের বিষয়ে জানিয়েছিলেন। শ্রী লালু যাদবও বলেছিলেন যে আমাদের লোকসভা নির্বাচন নীতীশকে ছাড়াই লড়তে হবে। ঠিক আছে, তিনি চলে গেলে রাম রাজনীতিতে এসেছেন, রাম চলে গেছেন, রাম রয়ে গেছেন।

শ্রী পাসওয়ান বলেছেন যে এনডিএ-র একটি অংশ হিসাবে, আমরা প্রধানমন্ত্রীর সাথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে মিঃ কুমার যদি তার মনোভাব পরিবর্তন না করেন তবে তিনি প্রতিবাদ থেকে পিছপা হবেন না।

মহেশতল্লা বিজেপির প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মহেশতলার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল বিজেপি। উক্ত অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেন সমাজসেবক সন্তোষ কুমার। এসময় বিদ্যালয়ের শিশুদেরকে স্টেশনারি ও চকলেট প্রদান করা হয় এবং তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র বিজেপি নেতা কার্তিক ঘোষ, মহেশতল্লার সিনিয়র বিজেপি কর্মী রাজা বোস, নিমাই সাহা এবং শতাধিক বিজেপি কর্মী ও স্থানীয় লোকজন।

শৌচালয় নির্মাণ করাকে কেন্দ্র করে গুলিবিদ্ধ ২ যুবক

আমিরুল ইসলাম, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা : নিউজ সারাদিন : শৌচালয় নির্মাণ করাকে কেন্দ্র করে গুলিবিদ্ধ ২ যুবক। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পশ্চিম বেলশুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় সাইদুল হক ও তার ছেলে রহিম দুইজন মিলে নিজের জায়গায় শৌচালয় নির্মাণ করার জন্য গর্ত করছিল। আর তা নিয়েই ঘটে-বিপত্তি। পার্শ্ববর্তী বাসিন্দা আয়নাল হক ও সালাম আলী দুই ভাইয়ের

এরপর ৩ পাতায়

আমন্ত্রণ জানালেও ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় নেই মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল কংগ্রেস। তাঁকে স্বাগত জানাবে কংগ্রেস। জলপাইগুড়িতে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় সামিল হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এমনটাই বললেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। রাহুল গান্ধী পরে যোগ দেবেন। তার আগেই জলপাইগুড়িতে আজ যাত্রা শুরু করেন জয়রাম রমেশ।ইন্ডিয়া' জোটকে শেষপর্য়ন্ত পথে বসিয়ে এনডিএতে যোগ দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশকুমার। এখন এই

এরপর ৩ পাতায়

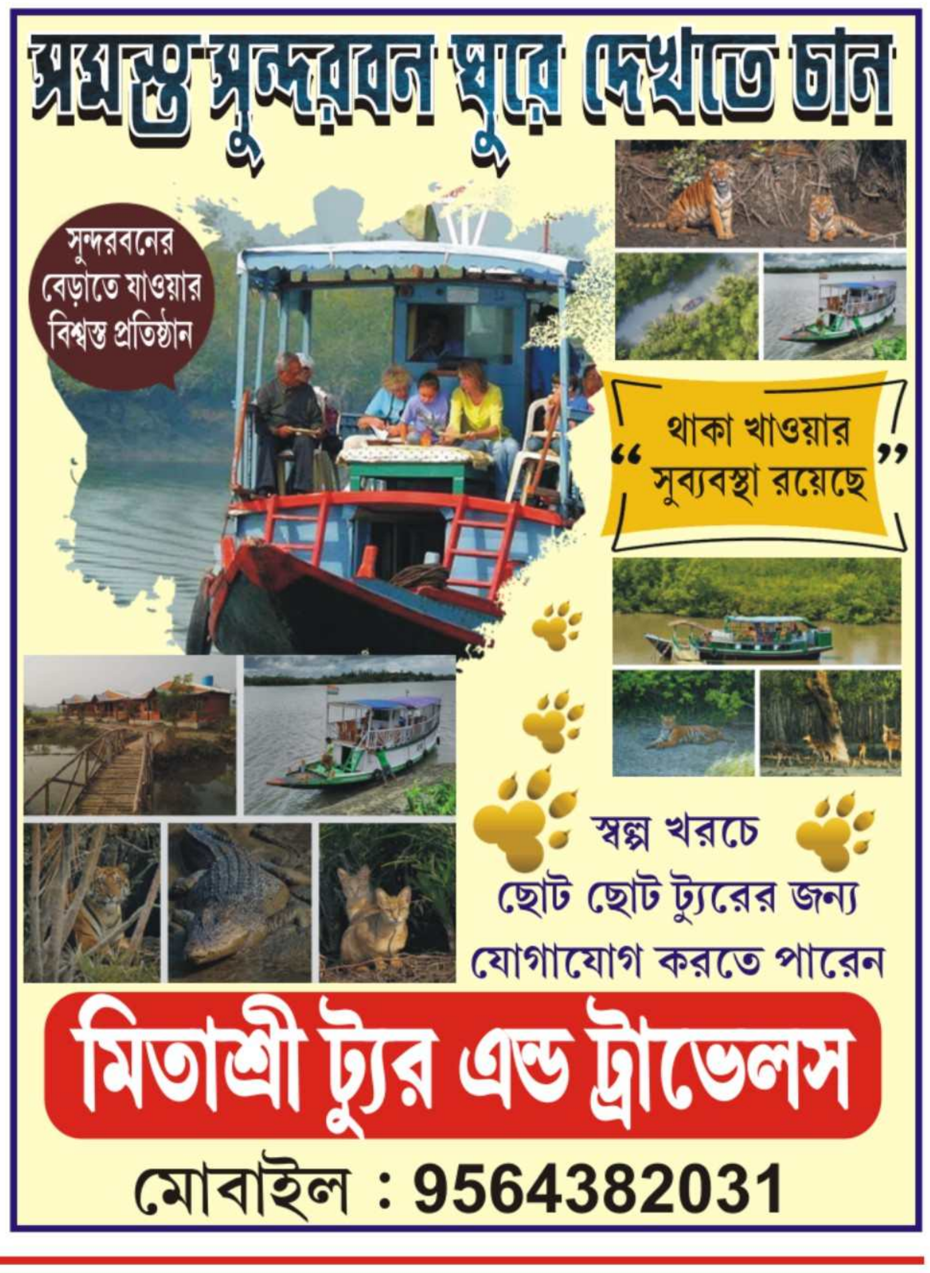

১-ম পাতার পর

আটঘাট বাঁধছে বিজেপি, ৩ নেতাকে বাংলার পর্যবেক্ষক নিয়োগ

করে বঙ্গ বিজেপি। আর এবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে পর্যবেক্ষক এবং সহকারি পর্যবেক্ষকদের নাম চূড়ান্ত করা হল।লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এবার বিজেপি প্রায় গোটা দেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পর্যবেক্ষক ও সহকারি পর্যবেক্ষকদের নাম চূড়ান্ত করল বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নির্দেশে মঙ্গল পাণ্ডে, অমিত মালব্য এবং আশা লাকড়াকে বাংলার দায়িত্ব দেওয়া হল।

বিজেপির এই তিন শীর্ষ নেতাই সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গ বিজেপির বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মঙ্গল পাণ্ডে বিজেপির বিহারের রাজ্য সভাপতি এবং প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। আশা লকড়া দুবারের রাঁচির মেয়র এবং দলের ন্যাশনাল সেক্রেটারির পাশাপাশি আদিবাসী নেত্রী হিসেবে পরিচিত। অমিত মালব্য আইটি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা। শনিবার বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপি নেতাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হল।

১-ম পাতার পর

'তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে ঘোরো' পরামর্শ নওশাদের

ভোটারকেই রাখা যাবে, আর কারও প্রবেশ থাকবে না। মানুষ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারলে জয় নিশ্চিত বলে দাবি নওশাদের। কিন্তু আইএসএফ এরকম একটা হেভিওয়েট কেন্দ্রে লড়তে কোন কৌশলে এগোবে? নওশাদের কথায়, এবার গোটা রাজ্যেই তাঁদের শক্তি 'সাইলেন্ট ভোটার'। নওশাদের কথায়, "মিটিং মিছিলে আমাদের বেশি লোকের দরকার নেই। ঘরে বসে থাকুক, সংবাদমাধ্যমের হাত ধরেই জেনে যাবেন আমাদের লক্ষ্য কী। ভোটের দিন এলে ভোট দিয়ে বাড়ি চলে যাবেন। এবার আমাদের সাইলেন্ট ভোটার বেশি পাবেন।"

১-ম পাতার পর

মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বন্ধ ত্রিবণী কুম্ভ মেলা, 'ভয় পাচ্ছে তৃণমূল' কটাক্ষ বিজেপির

১৩ ফেব্রুয়ারি এই মেলায় শাহি স্নানের কথা ছিল। জানা গিয়েছে, শনিবার সদর মহকুমা শাসকের সঙ্গে বাঁশবেড়িয়া পুরসভা, দমকল, স্বাস্থ্য, পুলিশ মেলা কমিটি এবং শিবপুর ক্লাবের সঙ্গে বৈঠক হয়। সেখানে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যদিও এই মেলার পক্ষে নয় শিবপুর স্পোর্টিং ক্লাব। তাদের বক্তব্য, ক্লাবের এই মাঠে জোর করে মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ চাইছে না এই মাঠে মেলা হোক। ক্লাবের তরফ থেকে অন্য কোথাও মেলা আয়োজন করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। যদিও মেলা কমিটি প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়। তাদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। সোমবার এ বিষয়ে জানানো হবে।

সাগরের যেকোনও স্থানে শত্রুর জাহাজ

ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে, হুঁশিয়ারি ইয়েমেনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইয়েমেন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, লোহিত সাগর, আরব সাগর এবং ভূমধ্যসাগরের যেকোনও স্থানে শত্রুর যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। এমন সময় দেশটি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করল যখন গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসনের প্রতিবাদে যখন সেখানকার বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি গত অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের সঙ্গে জড়িত বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে হামলা চালিয়ে আসছে।

ইয়েমেনের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুসেইন আল-এজ্জি নিজের ভেরিফায়েড এক্স পেজে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, "আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা [ইয়েমেনের মূল ভূখণ্ডের যেকোনো স্থান থেকে লোহিত, আরব ও ভূমধ্যসাগরের যেকোনও স্থানে থাকা] বাণিজ্যিক বা যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখি।"

এজ্জি আরও লিখেছেন, "তবে আমরা অন্য কোনও সময়ের জন্য সে কাজটি ফেলে রাখছি। কারণ, আমরা যুদ্ধের আর বিস্তার না ঘটিয়ে এখনই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।"

ইয়েমেনের হুথি যোদ্ধাদের সমর্থিত সরকার গত নভেম্বর মাস থেকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি ভয়াবহ আগ্রাসনের জবাবে লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর ও বাব আল-মান্দাব প্রণালীতে ইসরায়েলি মালিকানাধীন ও ইসরায়েলগামী জাহাজগুলোতে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ইঙ্গো-মার্কিন বাহিনী হুথিদের অবস্থানে বিমান হামলা চালানোর পর ইয়েমেনের সেনাবাহিনী হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে মার্কিন ও ব্রিটিশ জাহাজগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে।

২ পাতার পর

আমন্ত্রণ জানালেও ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় নেই মমতা

শিবির তয়াগ্যে কি জোটের প্রভাব পড়বে? জয়রাম রমেশ বলেন, নীতীশ কুমারজি বারবারই বং বদল করে থাকেন। উনি গিরগিটির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে থাকেন। বিজেপি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় ভয় পেয়েছে। তাই এরকম একটি ষড়যন্ত্র করেছে। কাল আমরা বিহারে যাব। ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা থেকে মানুষের মন যোগ সরিয়ে দেওয়ার জন্য পাটনায় এসব করা হচ্ছে। এর প্রধান রূপকার প্রধানমন্ত্রী।

রাহুলের নিরাপত্তা নিয়ে জয়রাম বলেন, অসমে রাহুলজিকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়েছে। তাই বাংলায় রাহুলজির নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে। উনি রাহুল গান্ধীর নিরাপত্তার বিষয়টি রাজ্যকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই।সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, মমতাজিকে তো আপনারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, উনি কি যাত্রায় য়োগ দিচ্ছেন? এনিয়ে জয়রাম রমেশ বলেন, জানি না। উনি ব্যাস্ত একজন মুখ্যমন্ত্রী। অনেক কাজ ওঁকে করতে হয়। উনি যদি যাত্রায় যোগ দেন তাহলে ওঁকে স্বাগত।

কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় আমন্ত্রণ জানালেও স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা চাইছেন না মমতা আসুন। এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে জয়রাম রমেশ বলেন, ভারত জোড়া ন্যায়যাত্রায় সাবাইকে স্বাগত। রাহুলজি বারবার বলেছেন, ঘৃণার এই পরিবেশে আমি ভালোবাসার দোকান খুলেছি। এখানে সবাই আসতে পারেন। এই যাত্রায় বিজেপি ভয় পেয়েছে।

এদিন জয়রাম রমেশ বলেন, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা ফের এখান থেকে শুরু হল। কাল ও পরশু আমরা বিহারে থাকব। বেলা দুটোয় রাহুলজি এসে যাবেন। আপাতত ২ কিলোমিটাল লম্বা পদযাত্রা হবে। তার পরে আমরা শিলিগুড়ি যাব। সেখানে পদযাত্রা ও জনসভাও হবে।

২ পাতার পর

শৌচালয় নির্মাণ করাকে কেন্দ্র করে গুলিবিদ্ধ ২ যুবক

ছেলে হাসান ও আহামদ গর্ত করতে বাধা দেয়। সেখান থেকেই শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক। শেষমেষ হাসান ও আহম্মদ দুইজন মিলে গুলি করে সাইদুল হক ও রহিমকে। দুইজন গুলিবিদ্ধ হলে তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে তারা চিকিৎসারত অবস্থায় রয়েছে। দুইজনেরই পায়ে গুলি লেগেছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তদন্ত করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত',

(১০৯ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ -

(প্রথম পর্ব)

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। এটা ২০২৪-এর প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান। অমৃতকালে এক নতুন উদ্দীপনা, নতুন তরঙ্গ। দু'দিন আগে আমরা সব দেশবাসী সাড়ম্বরে পঁচাত্তরতম সাধারণতন্ত্র দিবস পালন করলাম। এ বছর আমাদের সংবিধানেরও পঁচাত্তর বছর হচ্ছে আর সুপ্রীম কোর্টেরও পঁচাত্তর বছর পূর্তি হচ্ছে। আমাদের গণতন্ত্রের এই পর্ব গণতন্ত্রের জননী হিসাবে ভারতকে আরও শক্তিশালী করে। ভারতের সংবিধান এত সুগভীর পর্যালোচনার পরে তৈরি হয়েছে যে তাকে জীবন্ত দলিল বলা হয়। এই সংবিধানের মূল সংস্করণের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহের বর্ণনা করা হয়েছে আর এটা খুব আকর্ষণীয় বিষয় যে তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভগবান রাম, মা সীতা এবং লক্ষণজীর ছবি রেখেছেন। প্রভু রামের শাসন আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস ছিল আর এই কারণে ২২শে জানুয়ারি অযোধ্যায় আমি 'দেব থেকে দেশ'-এর কথা বলেছিলাম, 'রাম থেকে রাষ্ট্রের কথা আলোচনা করেছিলাম।

বন্ধুরা, অযোধ্যায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান দেশের কোটি-কোটি মানুষকে যেন এক সূত্রে গেঁথেছে। সবার ভাবনা এক, ভক্তি এক, সবার কথায় রাম, সবার হৃদয়ে রাম। দেশের অনেক মানুষ এই সময় রামের ভজন গেয়ে রামের চরণে সমর্পণ করেছেন। ২২শে জানুয়ারির সন্ধ্যায় গোটা দেশ রামজ্যোতি প্রজ্জ্বলিত করেছে, দীপাবলী উদযাপন করেছে। এই সময় দেশ ঐক্যের শক্তি দেখেছে, যা বিকশিত ভারত সম্পর্কে আমাদের সংকল্পের একটা খুব বড় ভিত্তি। আমি দেশের মানুষের কাছে অনুরোধ রেখেছিলাম যে মকর সংক্রান্তি থেকে ২২শে জানুয়ারি অবধি স্বচ্ছতার অভিযান চালানো হোক। আমার ভালো লেগেছে যে লক্ষ-লক্ষ মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেদের এলাকার ধর্মীয় স্থান পরিষ্কার করেছে। কত মানুষ এ সম্পর্কিত ছবি পাঠিয়েছেন আমাকে, ভিডিও পাঠিয়েছেন - এই চিন্তা যেন রুদ্ধ না হয়, এই অভিযান না থামে। ঐক্যের এটাই শক্তি, আমাদের দেশের সাফল্যকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এবার ২৬ শে জানুয়ারির প্যারেড অত্যন্ত চমৎকার ছিল, তবে সর্বাধিক চর্চা হয়েছে প্যারেডে নারীশক্তিকে দেখে। যখন কর্তব্যপথে "কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বল" ও দিল্লী পুলিশের মহিলা বাহিনী কুচকাওয়াজ শুরু করলেন তখন সকলের মন গর্বে ভরে উঠলো। মহিলা ব্যান্ডের মার্চ দেখে তাদের দুর্দান্ত তাল মিল দেখে দেশ-বিদেশের মানুষও সেই ছন্দে দুলে উঠছিলেন। এবারের প্যারেডে মার্চ করা কুড়িটি বাহিনীর মধ্যে ১১ টি বাহিনী নারীদেরই ছিল। আমরা দেখেছি, যে ট্যাবলো গুলো বেরিয়েছিল তাতেও মহিলা শিল্পীরাই ছিলেন। যে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে তাতেও প্রায় দেড় হাজার মেয়ে অংশ নিয়েছেন। অনেক মহিলা শিল্পী শঙ্খ, নাদস্বরম, নাগারার মতো ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছিলেন। DRDO যে ট্যাবলো বার করেছিল তাও সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাতে দেখানো হয়েছে কিভাবে নারী শক্তি, জল, স্থল, আকাশ, সাইবার ও স্পেস প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেশকে সুরক্ষিত রাখছে। একবিংশ শতাব্দীর ভারত এভাবেই "ওম্যান লেড ডেভেলপমেন্ট" এর মন্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

বন্ধুরা, কিছুদিন আগে অর্জুন পুরস্কার প্রদানের সমারোহও আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। সেই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ভবনে দেশের অনেক উদীয়মান ক্রীড়াবিদ ও অ্যাথলিটদের সম্মানিত করা হয়েছে। এখানেও যে বিষয়টি প্রভূতভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তা হলো অর্জুন পুরস্কার প্রাপক মেয়েরা এবং তাদের লাইফ জার্নিস। এবার তের জন Women অ্যাথলিটকে অর্জুন অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছে। এই Women অ্যাথলিটরা অনেক নামকরা টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছেন এবং ভারতের পতাকা উড্ডীন করেছেন।

শারীরিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যা এই সাহসী এবং ট্যালেন্টেড ক্রীড়াবিদদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি। পরিবর্তনশীল এই ভারতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভারতের মেয়েরা, ভারতের মহিলারা তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। অপর এক ক্ষেত্র, যেখানে মহিলারা নিজেদের নিশান উড়িয়েছেন, তা হল, self help groups। আজ দেশে women self help groups-এর সংখ্যাও যথেষ্ট বেশি এবং নানান ধরনের কাজের ক্ষেত্রেও তারা বিস্তার ঘটিয়েছেন। সেই দিন আর খুব বেশি দূরে নেই যেদিন গ্রামে গ্রামে, ক্ষেতে ক্ষেতে, "নম্ ড্রোন দিদি" চাষের কাজে সাহায্য করছে, এমনটা দেখা যাবে। আমি উত্তর প্রদেশের বেহেরাইচ জেলায় স্থানীয় জিনিষ দিয়ে bio fertilizer এবং bio pesticides তৈরী করেন এমন অনেক মহিলাদের সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। নিবিয়া বেগমপুর গ্রামের self help groups এর সঙ্গে জড়িত মহিলারা গোবর, নিমপাতা সহ আরও অন্য কিছু কিছু ওষধি গাছের পাতার সংমিশ্রণে bio fertilizer তৈরী করেন। ঠিক এইভাবেই মহিলারা আদা, রসুন, পেঁয়াজ এবং লঙ্কার পেস্ট বানিয়ে অর্গানিক pesticide ও তৈরী করেন। এই মহিলারা একসঙ্গে "উন্নতি জৈবিক ইকায়ী" নামক একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। Bio products প্রস্তুত করতে এই সংগঠনটি এই মহিলাদের সাহায্য করে থাকে। এঁদের তৈরি bio fertilizer এবং bio pesticides এর চাহিদা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। আজ, আশপাশের গ্রামের ছয় হাজারেরও বেশি কৃষক এঁদের কাছ থেকে bio products কিনে থাকেন। এর ফলে, self help groups এর সঙ্গে জড়িত এই মহিলাদের আয় যেমন বেড়েছে, তাঁদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি ঘটেছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, "মন কি বাত"-এ আমরা এমন দেশবাসীর প্রচেষ্টাকে সামনে আনি, যারা নিঃস্বার্থ ভাবনার সঙ্গে সমাজকে, দেশকে সশক্ত করার কাজ করছে। এরকম অবস্থায় তিন দিন আগে যখন দেশ পদ্ম পুরস্কার ঘোষণা করেছিল, তখন "মন কি বাত"-এ এরকম মানুষের চর্চা করাটাই স্বাভাবিক। এইবারও এমন অনেক দেশবাসীকে পদ্ম সম্মান দেওয়া হয়েছে, যাঁরা মাটির সঙ্গে জুড়ে থেকে সমাজে বড় বড় পরিবর্তন আনার জন্য কাজ করেছেন। এই inspiring মানুষদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানার জন্য দেশের মানুষের মধ্যে অনেক ঔৎসুক্য দেখা গেছে। মিডিয়ার headlines থেকে দূরে, খবরের কাগজের ফ্রন্ট পেজ থেকে দূরে, এই মানুষেরা বিনা কোনো লাইমলাইটে থেকেই সমাজ সেবার সঙ্গে যুক্ত। আমরা আগে এইসব মানুষদের সম্পর্কে হয়তো জানতামই না, কিন্তু এখন আমি খুশি যে পদ্ম সম্মান ঘোষণার পর এরকম মানুষদের চর্চা সব জায়গায় হচ্ছে, মানুষ এদের সম্বন্ধে বেশি বেশি জানার ব্যাপারে আগ্রহী। পদ্ম পুরস্কার পাওয়া বেশিরভাগ মানুষেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিনব কাজ করছেন। যেমন কেউ এম্বুলেন্স পরিষেবা ব্যাবস্থা করেছেন, তো কেউ অসহায়দের জন্য মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করছেন। কিছু মানুষ তো হাজার হাজার গাছ লাগিয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণ এর কাজ করছেন। একজন এমনও আছেন যিনি চালের ৬৫০-এরও বেশি প্রকারের সংরক্ষণ করছেন। একজন এমনও আছেন যিনি ড্রাগস আর মদ এর নেশা থেকে বাঁচার জন্য সমাজে সচেতনতা বাড়াচ্ছেন।

কিছু এমনও মানুষ আছেন, যারা self help group বিশেষ করে নারী শক্তি অভিযানে, জনগণকে যুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। দেশবাসীও আনন্দিত যে পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ৩০ জন মহিলা। এই মহিলারা তৃণমূল স্তরে নিজেদের কাজের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

বন্ধুরা, 'পদ্ম সম্মান' যারা পেয়েছেন তাদের প্রত্যেকের যোগদান দেশবাসীকে উৎসাহিত করবে। এইবার পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে বহু সংখ্যায় তারা আছেন যারা শাস্ত্রীয় নৃত্য, শাস্ত্রীয় সংগীত, লোকনৃত্য, থিয়েটার ও ভজনের জগতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। প্রাকৃত, মালভি ও লম্বাডি ভাষায় অত্যন্ত উৎকৃষ্ট কাজ যারা করেছেন তাদেরকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। কয়েকজন বিশেষ বিদেশিদেকেও পদ্ম সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে যাদের কাজের মাধ্যমে ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নতুন উচ্চতা স্পর্শ করেছে। এদের মধ্যে France, Taiwan, Mexico আর Bangladesh এর নাগরিকরাও সামিল আছেন।

বন্ধুরা, আমি ভীষণ আনন্দিত যে গত এক দশকে পদ্ম সম্মানের system পুরোপুরিভাবে বদলে গেছে। এটি এখন 'পিপলস পদ্ম' হয়ে গেছে। 'পদ্মসম্মান' দেওয়ার ব্যবস্থাতেও অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন জনগণের কাছে নিজেকে পদ্ম সম্মানের জন্য হড়সরহধঃব করারও সুযোগ রয়েছে। ঠিক এই কারণেই ২০১৪-র তুলনায় এই বছর ২৮গুন বেশি Nominations এসেছে। এতেই বোঝা যায় যে পদ্ম সম্মানের প্রতিষ্ঠা, তার বিশ্বাসযোগ্যতা, তার প্রতি সম্মান প্রত্যেক বছর বেড়েই চলেছে। আমি পদ্ম সম্মান প্রাপকদের আরো একবার আমার শুভেচ্ছা জানাই।

আমার প্রিয় দেশবাসী। কথায় বলে, যে প্রত্যেক জীবনেরই একটা লক্ষ্য থাকে, প্রত্যেকেই একটি লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতেই জন্মগ্রহণ করে। এর জন্য মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে নিজের কর্তব্য পালন করে। আমরা দেখেছি যে কেউ সমাজসেবার মাধ্যমে, কেউ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়ে, কেউ আগামী প্রজন্মকে পড়িয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করেন কিন্তু বন্ধুরা আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা মৃত্যুর পরেও সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে যায় আর এর জন্য তাদের মাধ্যম হয়ে ওঠে - মরণোত্তর অঙ্গদান।

বিগত কয়েক বছরে, আমাদের দেশে এক হাজারেরও বেশী মানুষ মরনোত্তর নিজেদের অঙ্গদান করেছেন। এটা খুব একটা সহজ সিদ্ধান্ত হয় না কিন্তু এই কঠিন নির্ণয় অনেকের কাছে জীবনদায়ী হয়। আমি সেই সকল পরিবারের প্রসংশা করি যারা তাদের নিকটাত্মীয়ের শেষ ইচছকে মর্যাদা দিয়েছেন। আজ আমাদের দেশে অনেক সংগঠন এই দিকে প্রেরণাদায়ক কাজ করছে। কিছু সংগঠন অঙ্গদানের জন্য মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কাজ করছে, কিছু সংস্থা অঙ্গদানে ইচ্ছুক ব্যাক্তিদের registration করতে সাহায্য করছে। এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে দেশে organ donation নিয়ে এক ইতিবাচক আবহ তৈরী হয়েছে এবং বহু মানুষের প্রাণও রক্ষা হচ্ছে।

আমার প্রিয় দেশবাসী, এখন আমি আপনাদের সঙ্গে

ক্রমশঃ

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ০২৮ সংখ্যা ২৯ জানুয়ারী, ২০২৪ সোমবার ১৪ মাঘ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন। তার আগে এদিন বাংলার সিভিক ভলান্টিয়ারদের উদ্দেশে বিরাট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রবিবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রথম রাজ্য সম্মেলন সংগঠিত হল বারাকপুরে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির উদ্যোগে লাটবাগানে হওয়া সেই সম্মেলনে ৩০ হাজার সিভিক ভলান্টিয়ার যোগ দিয়েছিলেন ।মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে বার্তা শুনে বেজায় খুশি হন সিভিক ভলান্টিয়াররা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুরের কমিশনার অলক রাজোরিয়া-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ।সেখানেই তাদের উদ্দেশে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের নোডাল অফিসার শান্তনু সিনহার মোবাইলের মাধ্যমে তাদের কাছে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন রাজ্যের সিভিক ভলান্টিয়ারদের আশ্বাস দিয়ে তাদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'তৃণমূল সরকার প্রায় দুই লাখ সিভিক ভলান্টিয়ারকে কাজ দিয়েছে। ৬০ বছরের পর তাদের অবসর। তাঁদের ৫ হাজার ৩০০ টাকা করে বোনাস দেওয়া হয়েছে। চাকরিরত অবস্থায় যদি কোনও সিভিকের মৃত্যু হয় সেক্ষেত্রে তাঁর পরিবারের সদস্যরা চাকরি পাবে। ইতিমধ্যেই আপনাদের বহু দাবি পূরণ করা হয়েছে। বাকি দাবিও পূরণ করে দেব।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সিভিকদের বাতসরিক অ্যাডহক বোনাস ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার ৩০০ টাকা করেছে রাজ্য। রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতরের এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। পাশাপাশি মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিভিদের স্থায়ী হোমগার্ডের চাকরিরও প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশ মিলিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ারের সংখ্যাটা প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বার্তায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি সকলে।

জাতি শংসাপত্র দুর্নীতিতে

সিবিআই তদন্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাইকোর্টের দুই বিচারপতির মধ্যে দ্বৈরথ দেখেছিলেন আইনজীবীরা। দুই বিচারপতির নাম অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌমেন সেন। একজন সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি। আর একজন ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি। এবার এই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল ।এছাড়া এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতি এই বিষয়টি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্থগিত করেন। এখানে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিআর গাভাই, সূর্য কান্ত এবং অনিরুদ্ধ বোস এই স্থগিতাদেশ দেন। এইবার এই বিতর্কিত নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের যে নিরপেক্ষ বিশ্বাস আছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাতে চিড় ধরতে পারে। এই কথা বলেই আবেদন করা হয়েছে। পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই মামলার রায় আগামীকাল সোমবার ঘোষণা করতে পারেন ।সিঙ্গল বেঞ্চ জাতি শংসাপত্রের দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য এই ভুয়ো জাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হতেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে গত বুধবার বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, এই মামলা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি রাজ্য পুলিশকে সিবিআইয়ের হাতে হস্তান্তর করতে বলা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বিষয়টি উত্থাপন করেন বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানে একই দিনে সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ স্থগিত হয়ে যায়। এতেই ক্ষুব্ধ হন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি তখন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে নির্দেশ দেন, এই মামলার সমস্ত নথি সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে। আর ডিভিশন বেঞ্চের স্থগিতাদেশ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না ।অন্যদিকে ডিভিশন বেঞ্চ পুরো বিষয়টি জানতে পেরে জানিয়ে দেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ বিতর্কিত। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অগ্রাহ্য করা যায় না। এমনকী সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এই বিষয়টি দেখে আরও তেতে ওঠেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। আর সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ডিভিশন বেঞ্চের যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সেই বিচারপতি সৌমেন সেন রাজ্যের রাজনৈতিক দলের মতো কাজ করছেন। এই মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক চরমে ওঠে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

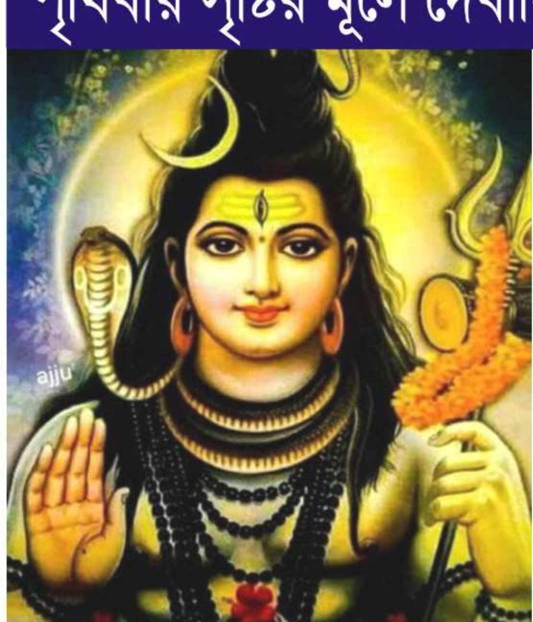

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা। কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্নাসীর জীবনযাপন করে। আবার গৃহস্থে তিনিই পার্বতীর স্বামী। পার্বতী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ। তিনি শিবের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তির এক পূর্ণ অবতার। তিনি গৌরি নামেও পরিচিত। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অজানা আজও সুন্দরবনের ইতিহাস

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

"চন্দ্র-বান্ধে (বাঁধে)" (প্রাচীন আদিবাসী) থেকে। তবে সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে সুন্দরী গাছ গাছ থেকেই সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সুন্দরবনের আয়তন বর্তমানের প্রায় দ্বিগুণ ছিল। বনের উপর মানুষের অধিক চাপ ক্রমান্বয়ে এর আয়তন সংকুচিত করেছে। ১৮২৮সালে বৃটিশ সরকার সুন্দরবনের স্বত্ত্বাধীকার অর্জন করে।১৮৭৮ সালে সমগ্র সুন্দরবন এলাকাকে সংরক্ষিত বন হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয় ।১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় সুন্দরবনের ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার বাংলাদেশ অংশে পড়ে। যা বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় ৪.২% এবং সমগ্র বনভূমির প্রায় ৪৪% ।গাড় সবুজ রঙের সুন্দরবন যার উত্তর দিকে ঘিরে আছে হালকা সবুজ রঙের কৃষি জমি, তামাটে রঙের দেখা শহর এবং নদীগুলো নীল রঙের।পুরো পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ তিনটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের একটি হিসেবে গঙ্গা অববাহিকায় অবস্থিত সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থান যথেস্ট জটিল। দুইপ্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ এবং ভারত জুড়ে বিস্তৃত সুন্দরবনের বৃহত্তর অংশটি (৬২%) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে বালেশ্বর নদী আর উত্তরে বেশি চাষ ঘনত্বের জমি বরাবর সীমানা। উঁচুএলাকায় নদীর প্রধান শাখাগুলো ছাড়া অন্যান্য জলধারাগুলো সর্বত্রই বেড়ি বাঁধ ও নিচু জমি দ্বারা বহুলাংশে বাঁধাপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবনের আয়তন হওয়ার কথা ছিলো প্রায় ১৬,৭০০ বর্গ কি.মি. (২০০ বছর আগেরহিসাবে)। কমতে কমতে এর বর্তমান আয়তন হয়েছে পূর্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের সমান। বর্তমানে বাংলাদেশের সুন্দরবনের মোট ভূমির আয়তন ৪,১৪৩ বর্গ কি.মি. (বালুতট৪২ বর্গ কি.মি. -এর আয়তন সহ) এবং নদী, খাঁড়ি ও খালসহ বাকি জলধারার আয়তন১,৮৭৪ বর্গ কি.মি. । সুন্দরবনের নদীগুলো নোনা জল ও মিঠা জল মিলন স্থান ।সুতরাং গঙ্গা থেকে আসা নদীর মিঠা জলের, বঙ্গপোসাগরের নোনা জলে হয়ে ওঠার মধ্যবর্তী স্থান হলো এ এলাকাটি। এটি সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী অঞ্চল জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলেসুন্দরবন অবস্থিত। অন্যদিকে ভারতের সুন্দরবনের খ্যাতি বাংলার বাঘ-রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জন্য। তবে বাঘ ছাড়াও চিতল হরিণ, নানা প্রজাতির সাপ আর নানান পাখির মেলা সুন্দরবনে। জলে কুমির, কামট, কচ্ছপ। নামখানা থেকে ২০ কিমি দূরে লোথিয়ান দ্বীপের ভগবতপুরে কুমির প্রকল্প গড়ে উঠেছে। ভগবতপুর থেকে ৩০ কিমি অরণ্যের গভীরে সুন্দরীকাটি ইকো ট্যুরিজম সেন্টার। ঠাকুরান নদী ধরে বঙ্গোপসাগরের কোলের কাছে শেষদ্বীপ চুলকাটি বা কলস দ্বীপ। কলস থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টার জলপথে বনি ইকো-ক্যাম্প। ক্যানিং থেকে অথবা বাসন্তি-সোনাখালি হয়ে লঞ্চে পৌঁছনো যায় সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের সজনেখালিতে। সজনেখালি থেকে ট্যুরিস্ট পারমিশন আর গাইড নিয়ে লঞ্চে ভেসে পড়তে হবে টাইগার রিজার্ভের অন্য জায়গাগুলি ঘুরে দেখার জন্য। সজনেখালিতে ম্যানগ্রোভ ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার, ওয়াচ টাওয়ার, পাখিরালয়, কুমির পুকুর, কচ্ছপ পুকুর, কামট পুকুর, বনবিবির মন্দির প্রভৃতি দর্শনীয়। যাওয়া সুন্দরবনের সব চেয়ে কাছের বড় শহর কলকাতা। নিকটতম রেলস্টেশন নামখানা । শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাকদ্বীপ ও নামখানার লোকাল ট্রেন ছাড়ে। কলকাতা থেকে ট্রেন বা বাসে কাকদ্বীপ হয়ে নামখানা। সেখান থেকে লঞ্চে বা নৌকায় সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের দিকটা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের দিকে যেতে হলে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে ক্যানিং পৌঁছে বা কলকাতার বাবুঘাট থেকে বাসে বাসন্তী-সোনাখালি পৌঁছে, সেখান থেকে লঞ্চে উঠতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন ও বিভিন্ন বেসরকারি পর্যটন সংস্থা প্যাকেজ ট্যুরে সুন্দরবন বেড়াতে নিয়ে যায়। বড় দলে গেলে ক্যানিং বা সোনাখালি থেকে নিজেরা লঞ্চ ভাড়া করেও ঘোরা যায়। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চিত্ররেখা ও সর্বজয়া লঞ্চে সুন্দরবন প্যাকেজের ব্যবস্থা রয়েছে।আমি যখন গবেষণা শুরু করেছিলাম ঠিক সেই সময়ে সুন্দরবন বেড়াতে গিয়ে নিজে যা অভিজ্ঞতা করেছিলাম বিষ্ণুপদ ঘোষের সাথে সেই অভিজ্ঞতার কথা দু এক কলম তুলে ধরছি।সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ বেড়ানোর সব চেয়ে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লঞ্চে রাত্রিবাস। তবে সজনেখালিতে থাকার নানান ব্যাবস্থাও আছে। জেটি ঘাটের কাছেই পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের সজনেখালি ট্যুরিস্ট লজ। গোসাবাতে হোটেলেও থাকা যায়। এ ছাড়া গোসাবা দ্বীপের পাখিরালয় গ্রামে জেলা পরিষদের ট্যুরিস্ট লজ আছে। পি ডব্লু ডি ও সেচ দফতরের বাংলোও আছে গোসাবায়। পাখিরালয়ের কাছেই টেগোর সোসাইটি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টের গেস্টহাউস। পাখিরালয়েও বেশ কিছু হোটেল আছে। নামখানায় থেকে লঞ্চে বেড়িয়ে নেওয়া যায় সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের দিকটা। ভগবতপুরে থাকার তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। তবে কাকদ্বীপ সেচ দফতর থেকে সীতারামপুর বাংলো বুক করে রাতে থাকা উচিত হবে। বনি ও কলস ক্যাম্পেও থাকা যায়। সুন্দরবনে প্রবেশে অনুমতি প্রয়োজন চিফ কনসারভেটর অব ফরেস্ট, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, থার্ড ফ্লোর, পি-১৬ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ বা ফিল্ড ডিরেকটর, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ, ক্যানিং, সাউথ ২৪ পরগনা। বিদেশিদের অনুমতি মিলবে সেক্রেটারি, ডিপার্টমেন্ট অব ফরেস্ট অ্যান্ড ট্যুরিজম, গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, রাইটার্স বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১। যাই হোক সুন্দরবনে মোট কয় প্রজাতির পশুপাখি আছে জানো? মাছ আছে প্রায় ১২০ প্রজাতির; পাখি আছে ২৭০ প্রজাতির; স্তন্যপায়ী, মানে যেই পশুদের বাচ্চারা মায়ের বুকের দুধ খায়, এরকম পশু আছে ৪২ প্রজাতির; সরীসৃপ, মানে যারা বুকে ভর দিয়ে চলে, মানে সাপ- কুমির-গিরগিটি, ওরা আছে প্রায় ৩৫ প্রজাতির; আর উভচর প্রাণী আছে প্রায় ৮ প্রজাতির। উভচর প্রাণী মানে যারা জলে-ডাঙায় দু'জায়গাতেই বেশ মজাসে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে। তবে এতোক্ষণ প্রাণীদের যে হিসেব দিলাম, সেখানে শুধু সেসব প্রাণীদেরই হিসেব আছে, যারা মানুষের কাজে লাগে। মানে, এমন আরো অনেক মাছ আছে, যেই মাছ মানুষ খায় না। সুতরাং, তাদের হিসেব রাখা হয়নি। এরকম আরো পাখিও নিশ্চয়ই আছে। তাহলে চিন্তা করো, এক সুন্দরবন কত্তো প্রাণীদের বাসা! এখানে কিন্তু শেষ নয়,সুন্দরবনে কিন্তু খুব মজার মজার সব মাছ পাওয়া যায়। ওগুলো খেতেও যেমন মজা, দেখতেও তেমনই সুন্দর আর বৈচিত্র্যময়। আর ওদের নামগুলোও কত্তো সুন্দর! কয়েকটার নাম শুনোই না-- পারশে, বাটা ভাঙান, ভাঙান, গুল বাটা, খরুল ভাঙান, খরশুলা বা খল্লা, কাইক্কা বা কাইকশেল, মেদ মাছ, বড় কান মাগুর, দাগি কান মাগুর, গুলশা ট্যাংরা, নোনা ট্যাংরা, শিলং, কাজলী, ভোল, গনগইন্যা, রেখা, গুটি দাতিনা, লাল দাতিনা, লাক্ষা (স্থানীয় নাম তাড়িয়াল), তপসে (স্থানীয় নাম রামশোষ), ঢেউয়া, মেনো (ডাহুক মাছ নামেও পরিচিত), ফ্যাসা, বৈরাগী। এগুলো তো গেল লোনা জলের মাছেদের কথা। সুন্দরবনে কিছু মিঠা জলের বিল আছে, যেগুলোতে মিঠা পানির মাছও পাওয়া যায়। মিঠা জলের মাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় জিওল মাছ। এছাড়া কই, শিং, মাগুর, টাকি, শোল, ট্যাংরা, পুঁটি, খলসে, চ্যালা, দাঁড়কিনা, কুঁচো চিংড়ি, আরো কত্তো মাছ যে পাওয়া যায় এই বনের নদী-নালা- খাল- বিলে! তবে দিন দিন এসব মাছও কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বাড়ায় মিঠা জলের বিলগুলোতে ঢুকে পড়ছে সাগরের লোনা জলে। ফলে মিঠা জলের মাছেদের বাসাও সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।এদিকে সুন্দরবনের নদী-নালাগুলো যেমন মাছে ভরা, তেমনি ওগুলোতে আছে বিষাক্ত আর বিষহীন নানা জাতের সাপ। আছে অজগরের মতো বিশালদেহী সাপ, আছে চন্দ্রবোড়া, কিং কোবরা, গুঁইসাপ, সামুদ্রিক সাপের মতো বিষধর সাপ। আরো আছে হাঙ্গর, কুমির, ঘড়িয়াল। সুতরাং, সুন্দরবনে গিয়ে আবার মাছের লোভে নদীতে লাফ দিও না যেন!

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

গোপন বিয়ের প্রশ্নে রেগে গিয়ে যা বললেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী

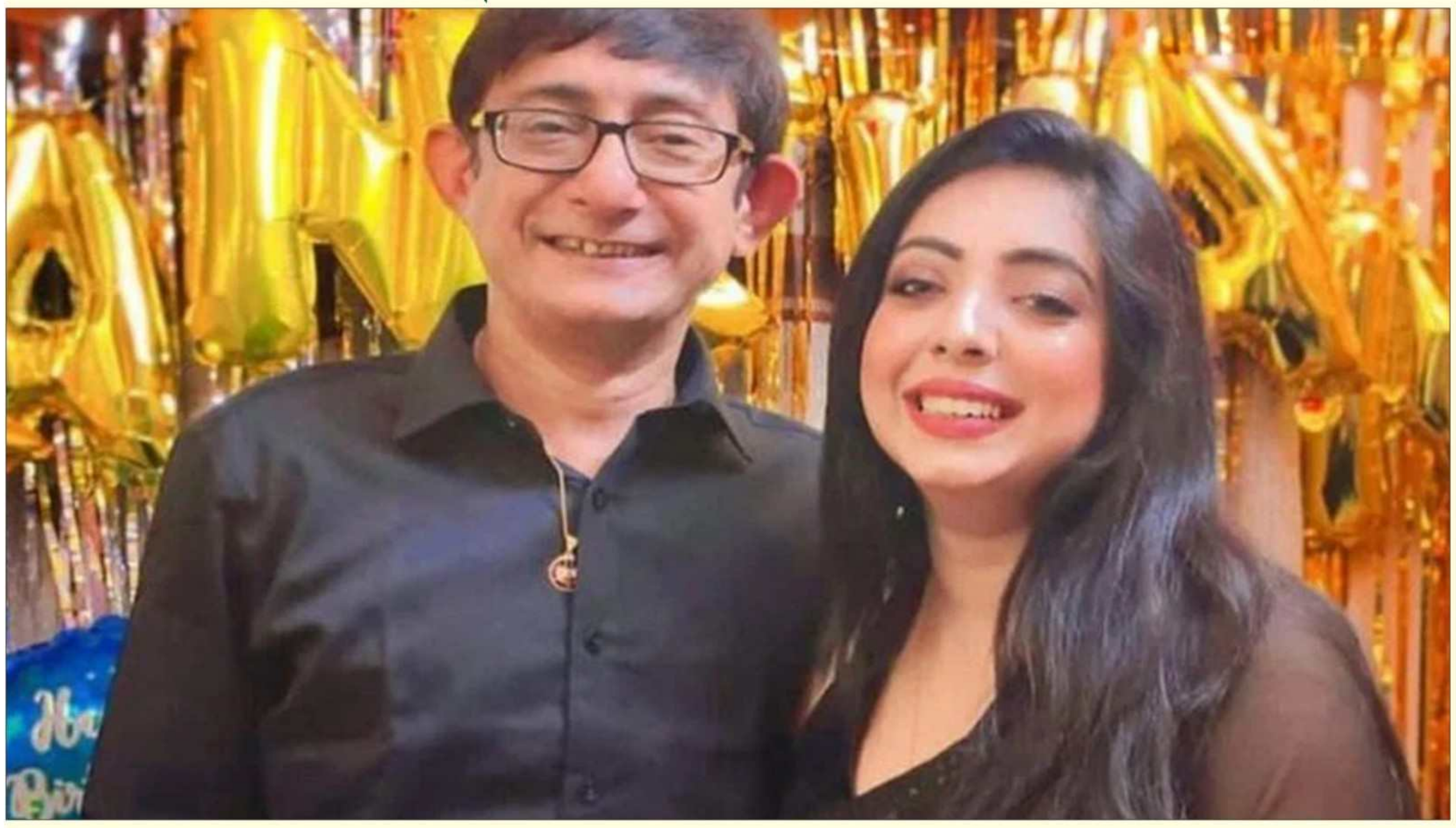

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রায় দু'বছর ধরে শোনা যাচ্ছে, 'কৃষ্ণকলি' খ্যাত ভারতীয় বাংলা টেলিভিশন অভিনেত্রী শ্রীময়ী চট্টরাজের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন টালিউড অভিনেতা ও তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিক। ২০২১ সালে এ নিয়ে শোরগোর ফেলে দিয়েছিলেন কাঞ্চনের স্ত্রী পিংকি বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে জলঘোলা কম হয়নি, বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। এবার টালিগঞ্জে গুঞ্জন যে, গোপনে বিয়ে করেছেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, গত পৌষ মাসে গোপনে সাতপাক বাঁধা পড়েছেন কাঞ্চন মল্লিক-শ্রীময়ী চট্টরাজ। এ খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও পিংকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ হয়নি কাঞ্চনের। আর এ কারণেই গোপনে বিয়ে করেছেন কাঞ্চন-শ্রীময়ী।

গোপন বিয়ের সত্যতা জানতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আজকাল যোগাযোগ করে কাঞ্চন মল্লিকের সঙ্গে। এ প্রসঙ্গ তুলতেই রেগে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, 'আমাদের সন্তান যেন কোন হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে? পারলে সেটাও লিখে দেবেন।'

সামনে নির্বাচন। তাই নির্বাচনী কাজ নিয়ে এলাকায় ব্যস্ত কাঞ্চন মল্লিক। কিছুটা স্থির হয়ে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, 'বড় একটা সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত। বিশ্বাস করুন, এখন এই ধরনের রসিকতা একটুও নিতে পারছি না।'

বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন শ্রীময়ীও। তার কণ্ঠেও রাগের সুর। শ্রীময়ী বলেছেন, 'লিখে দিন, অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছি। তাই কাঞ্চন বাধ্য হয়ে পৌষ মাসেই বিয়ে করলেন!' কাঞ্চনের মতো শ্রীময়ীও খানিকটা শান্ত হয়ে বলেন, 'আমাদের কোনো কিছুই তো কারো অজানা নয়। তা হলে কেন খামোখা লুকিয়ে বিয়ে করতে যাব?'

ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব 'বিজয়ার পরে' নিয়ে আজ থাকবেন মমতাশঙ্কর ও স্বস্তিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কলকাতার প্রেক্ষাগৃহতে এখন চলছে 'বিজয়ার পরে'। অভিজিৎ শ্রী দাস পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে ১২ জানুয়ারি। ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সিনেমা অব দ্য ওয়ার্ল্ড বিভাগে স্থান পেয়েছে 'বিজয়ার পরে'।

আজ রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব অডিটরিয়ামে রয়েছে এ সিনেমার প্রদর্শনী। ঢাকার দর্শকদের সঙ্গে নিজের সিনেমা দেখতে ও সিনেমাটি নিয়ে কথা বলতে কয়েক দিন আগেই বাংলাদেশে এসেছেন স্বস্তিকা মুখার্জি। গতকাল ঢাকায় পৌঁছেছেন অভিনেত্রী মমতাশঙ্কর ও পরিচালক অভিজিৎ।

ঢাকায় এ কদিন নিজের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্বস্তিকা। দর্শনীয় স্থানগুলোতে যাচ্ছেন, পছন্দের খাবার খাচ্ছেন। গতকাল তিনি গিয়েছিলেন মাওয়া ঘাটে, ইচ্ছে ছিল পদ্মা নদী দেখার। মাওয়া ঘাট থেকে একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিজয়ার পরে সিনেমার প্রদর্শনী দেখার।

স্বস্তিকা বলেন, 'ঢাকায় এসেছি চার দিন হলো। বন্ধুদের সঙ্গে মাওয়া ঘাটে এসেছি। অনেকক্ষণ সময় লাগল। অনেক ট্রাফিকে আটকে ছিলাম, আর ভাবছিলাম সূর্য ডোবার আগে যেন পৌঁছাতে পারি, তাহলে পদ্মা নদীটা দেখতে পারব। বুধবার জাতীয় জাদুঘরে বিজয়ার পরে সিনেমার স্ক্রিনিং আছে। সবার জন্য উন্মুক্ত। মমতাশঙ্কর ও পরিচালক অভিজিৎ এসে পৌঁছেছেন। প্রদর্শনীতে আমরা থাকব। সবাই আসবেন, তাহলে সবার সঙ্গে বসে সিনেমাটি দেখতে পারব। আমার খুবই ভালো লাগবে, কারণ আমি বহু বছর পর ঢাকায় এসেছি।'

আত্মযন্ত্রণায় কাতর এক প্রবীণ দম্পতির গল্পে নির্মিত এই সিনেমায় মমতা শঙ্করের স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন দীপঙ্কর দে। এতে মীর আফসার আলী, মিশকা হালিম, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, ঋতব্রত মুখোপাধ্যায়, খেয়া চট্টোপাধ্যায়সহ আরও অনেকে রয়েছেন।

এর আগে সিনেমাটি ২৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে।

বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মাঝেই এক গাড়িতে অর্জুন-মালাইকা

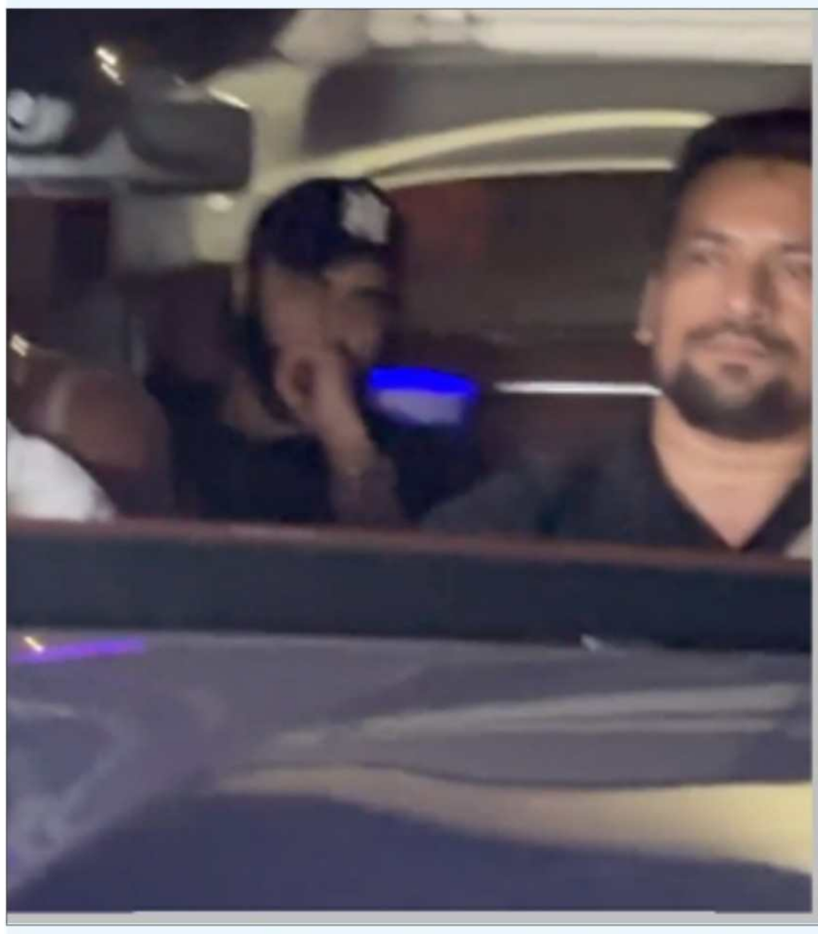

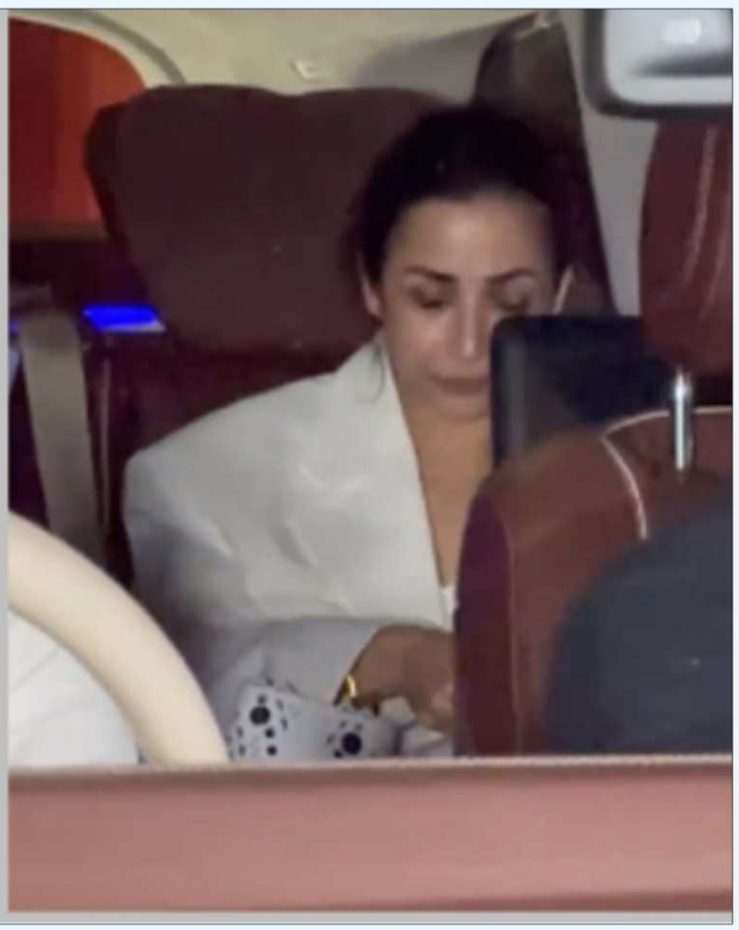

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড তারকা মালাইকা অরোরা ও অর্জুন কাপুর দীর্ঘদিন একসঙ্গে কোথাও বের হননি। যাদের ইনস্টাগ্রামে প্রবেশ করলেই দুজনের একসঙ্গে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের ছবি দেখা যেত, তারা অনেকদিন ধরে কোনো ছবিই প্রকাশ করেননি।

মালাইকা মুম্বাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় একাই ঘুরছিলেন কয়েকদিন। তিনি ছুটি কাটাতে বোন অমৃতা অরোরার সঙ্গে বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই জল্পনা-কল্পনা শুরু হয় মালাইকা-অর্জনের বিচ্ছেদ হয়েছে। তবে সেই খবর যে সত্যি নয়, তা কিছু দিন ধরে আভাস পাওয়া যাচ্ছিল বলিউডে।

মালাইকার নিকটজনরা বলতে শুরু করেন, 'সবই গুজব! দুজনে ভীষণ ভালো আছে'। তারা মুখে বললেও এই কথার কোনো প্রমাণ মিলছিল না। ১৯ জানুয়ারি রাতে দুজনকে একসঙ্গে 'ডেট'-এ যেতে দেখে সমালোচকদের মুখে যেন ছাই পড়েছে।

দুজনেই এক গাড়িতে বেরিয়েছিলেন শুক্রবার রাতে। রাস্তায় যথারীতি ফটোগ্রাফারদের নজরে পড়ে যান অর্জুন-মালাইকা। পাশাপাশি তাদের এ ভিডিও মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

অর্জুন-মালাইকা গত সাত-আট বছর ধরে গভীর সম্পর্কে রয়েছেন। কিন্তু কেমন করে তাদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন উঠেছে- তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন জেগেছে। তবে জানা গেছে, যত সমস্যা বিয়ে নিয়ে! তাদের একজন আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চাইছেন। অন্যজন এখনই সে পথে হাঁটতে নারাজ। ফলে মনোমালিন্য লেগেই থাকত। তার উপর মালাইকার সাবেক স্বামী আরবাজ খান সম্প্রতি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন।

তার বিয়ের ভিডিও দেখতে দেখতে বিভিন্ন মহলে আবারও আলোচনা শুরু হয় অর্জুন-মালাইকার বিয়ে নিয়ে। মালাইকা কয়েকদিন নিজেকে সব কিছু থেকেই গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

কার সঙ্গে প্রেম করছেন কঙ্গনা?

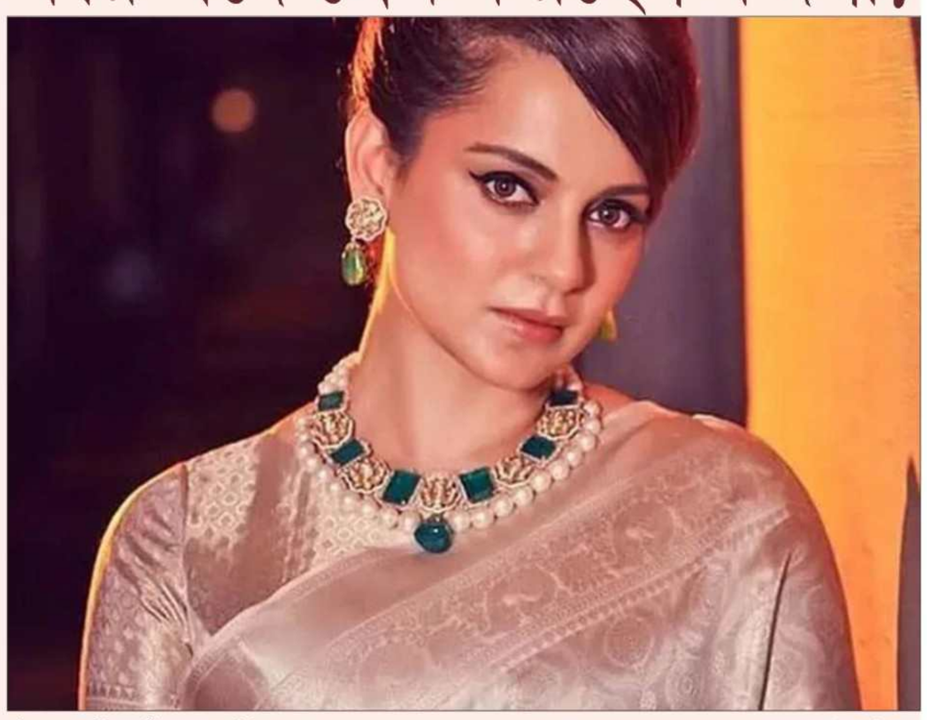

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত ভারতের অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে খুব একটা দেখা মেলেনি এই অভিনেত্রীর। বরং পুরো সময়টাই কাটিয়েছেন ভারতের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 'ইজ মাই ট্রিপ'র কর্ণধার নিশান্ত পিত্তির সঙ্গে। এরপরই খবর রটে, নিশান্তের সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়েছেন কঙ্গনা! বিষয়টি নিয়ে যখন ভক্তদের মাঝেও আলোচনা তুঙ্গে, তখনই মুখ খুললেন এই তারকা। জানালেন, নিশান্তের সঙ্গে প্রেম করছেন না তিনি। তার প্রেমিক অন্য কেউ। কঙ্গনা বলেন, 'এইসব ভুয়া খবর ছড়াবেন না। নিশান্ত নিজের ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং দারুণ সুখী। আমি অন্য কারোর সঙ্গে প্রেম করছি। সঠিক সময় আসুক, তারপর আপনাদের জানাব। একজন যুবতী মেয়ের সঙ্গে প্রতিদিন নিত্যনতুন পুরুষের নাম জড়ানো একেবারেই ঠিক না। আমরা শুধু ছবি তুলেছি মাত্র। অযথা, লজ্জা দেবেন না আমাদের। এটা নিয়ে বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।'

অভিনেত্রীর এমন বিবৃতির পরেই প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কার সঙ্গে প্রেম করছেন কঙ্গনা? সেটা আর খোলাসা করেননি তিনি। ভক্তদেরও রাখলেন কৌতূহল, প্রশ্নের মাঝেই।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ জানুয়ারি 'ইমারজেন্সি' সিনেমা মুক্তির তারিখ জানিয়েছেন কঙ্গনা। যেখানে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন।

টানা দ্বিতীয়বার

টি-টোয়েন্টির বর্ষসেরা ভারতের সূর্যকুমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টানা দ্বিতীয়বার টি-টোয়েন্টিতে আইসিসির বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড় নির্বাচিত হলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান সূর্যকুমার যাদব। বুধবার আইসিসি এক বিবৃতিতে এতথ্য নিশ্চিত করেছে।

সেরার নির্বাচনে সংক্ষিপ্ত তালিকায় সূর্যকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ছিলেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা, উগান্ডার আলপেশ রামজানি ও নিউজিল্যান্ডের মার্ক চ্যাপম্যান।

বৈচির্ত্যময় সব শটে ২০২৩ সাল জুড়ে আলোচনায় ছিলেন সূর্য। ১৫৫.৯৫ স্ট্রাইক রেট এবং গড় ছিল ৪৮.৮৬। এমন পারফরম্যান্সে পুরো বছর এই ফরম্যাটে ভারতের মিডল অর্ডারের স্তম্ভ ছিলেন তিনি। ১৭ ইনিংসে সূর্যের স্কোর ছিল ৭৩৩ রান।

উইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে

অধিনায়ক মার্শ, খেলবেন ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য মিচেল মার্শকে প্রস্তুত করছে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ড। জমজমাট এই টুর্নামেন্টে তার হাতেই দলের নেতৃত্ব তুলে দিতে চায় অস্ট্রেলিয়া। যে কারণে, পূর্ব প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মার্শকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে অধিনায়ক বানিয়েছে বোর্ড।

ঘরের মাঠে শক্তিশালী স্কোয়াডের সঙ্গে প্রথমবারের মতো অধিনায়কও হলেন মার্শ। এই সিরিজে খেলবেন ডেভিড ওয়ার্নার। তার সঙ্গে যোগ দেবেন টিম ডেভিড ও মার্কাস স্টয়নিস। তারা সবাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের ইন্টারন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে খেলা বাদ দিয়ে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন।

ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক ও স্টিভ স্মিথকে। এই তিনজন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্টে সিরিজে ছিলেন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দলে ফিরবেন তারা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড

মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, জেসন বেহরেনডর্ফ, টিম ডেভিড, নাথান এলিস, জশ হ্যাজলউড, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইঙ্গলিস, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাট শর্ট, মার্কাস স্টয়নিস, ম্যাথিউ ওয়েড, ডেভিড ওয়ার্নার ও অ্যাডাম জাম্পা।

আর্জেন্টিনার হয়ে কোচিং

চালিয়ে যাবেন স্কালোনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছরের নভেম্বরে থেকেই গুঞ্জন ওঠে শিগগিরই আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের দায়িত্ব ছাড়বেন লিওনেল স্কালোনি। তবে এবার এসব গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন বিশ্বকাপজয়ী এই কোচ। স্কাই স্পোর্টসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে স্কালোনি জানান, এটা বিদায়ের কথা ছিল না। এসব কথা এখন না ভাবার কথাই বলেছেন তিনি এবং ভবিষ্যতে কোচ হিসেবে চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। স্কালোনির ভাষ্য, আমি সবসময়ই বলে আসছিলাম সময়টা থেমে থাকার এবং চিন্তা করার। এটা বিদায়ের কথা ছিল না। শুধুমাত্র সেই মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি ছিল। এখন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।'

এর আগে গত বছরের মারাকানায় ব্রাজিলের বিপক্ষে ১-০ ব্যবধানে জয়ের পর দল ছাড়ার ইঙ্গিত দেন স্কালোনি। সেবার তিনি জানিয়েছিলেন পরবর্তীতে কি করবেন তা নিয়ে ভাবার। স্কালোনির ভাষ্য, 'একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে বলটা থামিয়ে দিয়ে ভাবতে হবে। এই সময়ে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হবে। এই ফুটবলাররা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। তারা পুরো কোচিং স্টাফকে অনেক কিছু দিয়েছে। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে। আমাকে ভাবতে হবে কী করবো আমি।'

তবে এই চিন্তাভাবনা থেকে এবার সরে দাঁড়ালেন এই কোচ। অর্থাৎ, কোপা আমিরিকার পরও আর্জেন্টিনার ডাগআউটে দেখা যাবে তাকে।

বিগ ব্যাশ চ্যাম্পিয়ন ব্রিসবেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বিগ ব্যাশ লিগের (বিবিএল) ত্রয়োদশ আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রিসবেন হিট। ফাইনালে ম্যাচে ব্রিসবেন হিটের সঙ্গে ছিটেফোটাও লড়াই করতে পারেনি তিনবারের চ্যাম্পিয়ন সিডনি সিক্সার্স। ২৪ জানুয়ারি ফাইনালে সিডনি সিক্সার্সকে ৫৪ রানে হারিয়ে শিরোপা জিতেছে ব্রিসবেন হিট। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার শিরোপা জিতলো দলটি।

ম্যাচে আগে ব্যাট করতে নেমে জশ ব্রাউনের ফিফটিতে ভর করে ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬৬ রান করে ব্রিসবেন। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৩ রান করেন ব্রাউন। ৩৮ বলের ইনিংসে ৫টি চার ও ৩টি ছক্কায় এই রান করেন তিনি। জবাব দিতে নেমে ১৭.৩ ওভারে ১১২ রানেই অলআউট হয়ে যায় সিডনি।

ম্যাচে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুতেই উইকেট হারায় ব্রিসবেন। ইনিংসের পঞ্চম বলেই জিমি পিয়েরসনকে হারায় তারা। এরপর ৮৫ রানের জুটি গড়ে দলকে কক্ষপথে রাখেন ব্রাউন ও মেক্সউইনি। তবে দলীয় ৯০ রানের মাথায় তিন বলের মধ্যে দুই সেট ব্যাটসম্যানকে হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় তারা।

এরপর সেই চাপ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন রেনশ ও ব্রায়ান্ট। দু'জন মিলে আরেকটি পঞ্চাশোর্ধ (৫৭) জুটি গড়েন। টপ ও মিডল অর্ডার ভালো করলেও শেষের দিকে টপাটপ উইকেট হারায় ব্রিসবেন। ২০ রানে ৫ উইকেট হারানোয় আশানুরূপ বড় সংগ্রহ গড়তে পারেনি তারা। সিডনির হয়ে ৩২ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন শন অ্যাবট।

রান তাড়ায় শুরুতেই ব্রিসবেন বোলারদের তোপের মুখে পড়ে সিডনি। তৃতীয় বলে ড্যানিয়েল হিউজের ফেরা দিয়ে শুরু, এরপর ফেরার পর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দলটি। তাদের ইনিংসে কেউ পার করতে পারেননি ২৫ রানও। সর্বোচ্চ ২৫ রান করেন হেনড্রিকস, ফিলিপস করেন ২৩।

বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার

রাচিন রবীন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেকের পর থেকেই ব্যাটে-বলে দারুণ পারফর্ম করে আসছেন রাচিন রবীন্দ্র। ভারত বিশ্বকাপেও ব্যাট হাতে চমক দেখিয়েছেন তিনি। তাতে মিলেছে সুফলও। আইসিসির ২০২৩ সালের বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার হয়েছেন রাচিন।

২৪ জানুয়ারি আইসিসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় রাচিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সময়ের সেরা উদীয়মান তারকা ভারতের যশস্বী জয়সওয়াল, দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েৎজি ও শ্রীলঙ্কার দিলশান মাদুশঙ্কা। তাদেরকে টপকে সেরার খেতাব জিতে নিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভুত রাচিন।

আইসিসি বর্ষসেরা উদীয়মানের স্বীকৃতি পেয়ে উচ্ছ্বসিত রাচিন বলেন, ও আইসিসি কর্তৃক স্বীকৃত হওয়াটা সব সময়ই বিশেষ কিছু, যা এক দারুণ বছরেরই প্রতিফলন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে খেলার সুযোগ পাওয়াটাও ছিল বিশেষ কিছু।

২৪ বছর বয়সী রাচিন টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখেন ২০২১। তবে ওয়ানডে অভিষেক ২০২৩ সালের মার্চে। অভিষেকের পর থেকেই স্বপ্নের মতো একটি বছর কাটিয়েছেন রাচিন। বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের হয়ে এক আসরে সর্বোচ্চ ৩টি শতকের রেকর্ড গড়েন তিনি। তোলেন টুর্নামেন্টের চতুর্থ সর্বোচ্চ ৫৭৮ রান। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালে ২৫ ওয়ানডে ম্যাচ খেলে ৪১ গড়ে ৮২০ রান করেন এই অলরাউন্ডার। শুধু ব্যাট হাতেই নয়, বল হাতেও দেখিয়েছেন পারদর্শীতা। হাত ঘুরিয়ে নিয়েছেন ১৮ উইকেট। এ ছাড়া টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ১৩৩.৮২ স্ট্রাইক রেটে ৯১ রান এবং বাঁহাতি স্পিনে ৫ উইকেট নেন তিনি।

পেরুর বিপক্ষে আর্জেন্টিনার দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত শনিবার (২১ জানুয়ারি) থেকে শুরু হয়েছে অলিম্পিক ফুটবলের জন্য দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই পর্ব। যেখানে হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে যায় আর্জেন্টিনা। প্যারাগুয়ের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়ে হাভিয়ের মাসচেরানোর শিষ্যরা। তবে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে আলবিসেলেস্তে যুবারা। গ্রুপের অন্যদলগুলো হলো- চিলি, পেরু ও উরুগুয়ে। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) ভেনেজুয়েলার এস্তাদিও মিসায়েল দেলগাদো স্টেডিয়ামে পেরুর মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনা। যুবাদের ম্যাচটিতে মাঠে খেলার পাশাপাশি পেশিশক্তির প্রভাবও চোখে পড়ে। রেফারি দু'দলের ২৯টি ফাউল কাউন্ট করেন। যেখানে আর্জেন্টিনা ১৬টি ও প্যারাগুয়ে করে ১৩টি। এমন শক্তি প্রদর্শণের ম্যাচে শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। আলবিসেলেস্তেদের হয়ে থিয়াগো আলমাদা ও লুসিয়ানো গুন্দো গোল দু'টি করেন। পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনা আধিপত্য বিস্তার করে খেলে। ম্যাচে ৬২ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রাখে মেসি-ডি মারিয়ার উত্তরসূরিরা। পুরো ম্যাচে ১৫টি শট করে পেরুর গোলমুখে যার মধ্যে ৬টি শট ছিল লক্ষ্যে। অন্যদিকে পেরু মাত্র ৩টি শটই করতে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু কোনটিই লক্ষ্যে ছিল না। খেলার প্রথমার্ধে পেরু তিনটি হলুদ কার্ড দেখে। প্রথম থেকেই পেশি শক্তি দেখাতে ব্যস্ত ছিল দুদল। কিন্তু কোনো দলই প্রথমার্ধে গোলের দেখা পায়নি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩তম মিনিটে ডেডলক ভাঙেন আলবিসেলেস্তে অধিনায়ক থিয়াগো আলমাদা। পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন তিনি। এরপর গোল শোধে মরিয়া হয়ে উঠে পেরু। অন্যদিকে আর্জেন্টিনা গোল ধরে রেখে লিড বাড়ানোর দিকে মনযোগ দেয়। কিন্তু আর্জেন্টিনার রক্ষণে গিয়ে পেরুর সবগুলো আক্রমণ ফিরে আসে। ম্যাচের ৮৭তম মিনিটে পেরুর কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেন লুসিয়ানো গুন্দো। থিয়াগো আলমাদার অ্যাসিস্ট থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন গুন্দো। এ জয়ে ২ ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট নিয়ে গোল গড়ে এগিয়ে থেকে টেবিলের শীর্ষে উঠে এলো আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে প্যারাগুয়ে।

ছয় গোলের থ্রিলার;

কোপা দেল রে থেকে বিদায় বার্সার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : হার-ড্রয়ের বৃত্তে বন্দি থাকা বার্সেলোনা এবার ছিটকে গেল কোপা দেল রে'র কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। স্পেনের দ্বিতীয় সেরা প্রতিযোগিতায় তাদেরকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে অ্যাথলেটিক বিলবাও।

২৪ জানুয়ারি রাতে বিলবাওয়ের মাঠ সান মামেসে গোর্কা স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন রবার্ট লেভানডোভস্কি। এরপর লামিনে ইয়ামালের গোলের পর সমতা ফেরান ওইহান সানসেট। যোগ করা সময়ে ইনাকি ও নিকো উইলিয়ামস দুই ভাইয়ের দুই গোলে জিতে মাঠ ছাড়া বিলবাও।

এদিন ম্যাচে প্রথম মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে বার্সেলোনা। তাদের একজন বলের নিয়ন্ত্রণ হারালে বল পেয়ে বাম দিক দিয়ে আক্রমণ শাণায় বিলবাও। ডান পায়ের হাফ ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড গোর্কা। গোল খেয়ে বার্সেলোনা ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। তাতে ফলও পায় দলটি। বক্সে বিলবাওয়ের এক ডিফেন্ডারের ক্লিয়ারের চেষ্টায় বল লেভানডোভস্কির বাড়িয়ে দেওয়া পায়ে লেগে জালে জড়ায়। এরপরেই দুর্দান্ত এক গোলে বার্সাকে এগিয়ে নেন ইয়ামাল। জুলেস কুন্দের হেড পাস ধরে ইয়ামাল ডান দিক দিয়ে বক্সের লাইন ধরে আড়াআড়ি এগিয়ে যান, এরপর বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ের শটে প্রতিপক্ষের তিন খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে খুঁজে নেন ঠিকানা। প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে বিরতিতে যাওয়া বার্সেলোনা গোল হজম করে দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে। নিকো উইলিয়ামসের ক্রসে দূরের পোস্টে অরক্ষিত সানসেট হেডে সমতায় ফেরান বিলবাওকে। ২-২ গোলের সমতায় শেষ হয় নির্ধারিত সময়। অতিরিক্ত সময়ের একদম শেষ মুহূর্তে বিলবাওকে এগিয়ে নেন ইনাকি। সতীর্থের পাস ধরে বক্সে ঢুকে তার প্রথম শটে ব্যর্থ হলেও ফিরতি শটে জাল খুঁজে নেন ২৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। আর যোগ করা সময়ে বিলবাওয়ের জয় নিশ্চিত করেন নিকো উইলিয়ামস।

নতুন বিয়ের পর

শোয়েব মালিককে শুভেচ্ছা জানালেন শহীদ আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভেঙে গেছে সংসার। বিচ্ছেদেরে গুঞ্জনের মাঝেই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিক। আর ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাও আছেন চুপচাপ। দুই জগতের দুই তারকার বিবাহ বিচ্ছেদের আলোচনা তবু থামছে না। যদিও সানিয়ার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদে বেশিরভাগ মানুষই খুশি হতে পারেননি। এর মধ্যে ছিলেন খোদ শোয়েব মালিকের পরিবারও। বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন না পাকিস্তানি এই ক্রিকেটারের পরিবারের কেউই। সতীর্থ বা অন্য ক্রিকেটারদেরও তেমন দেখা যায়নি শোয়েবকে অভিনন্দন জানাতে। তবে শোয়েবের নতুন বিবাহের পর অভিনন্দন জানিয়েছেন এক সময়ের সতীর্থ শহীদ আফ্রিদি। একটি অনুষ্ঠানে সামা টিভিকে আফ্রিদি বলেন, 'শোয়েব মালিককে অনেক অভিনন্দন। আশা করছি, বর্তমান স্ত্রীর সঙ্গে আল্লাহ তাকে আজীবন খুশি রাখবেন।'

এদিকে, একটি পডকাস্টে চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্যে জানা যায়, প্রথমে একটি 'টিভি শো'তে পরিচয় হয় সানা ও শোয়েবের। এরপর থেকে মাঝে-মধ্যেই দেখা সাক্ষাৎ হতো তাদের। ৩ বছর ধরেই লুকিয়ে প্রেম করছেন তারা। তারপর বিয়ে করেছে সম্প্রতি।

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে

অশোভন' আচরণ, মারুফ মৃধাকে আইসিসির শাস্তি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ক্রিকেটার মারুফ মৃধার বিরুদ্ধের আইসিসির আইন ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। যার জেরে এই বাংলাদেশি পেসারকে তিরস্কার করেছে আইসিসি। একইসঙ্গে তাকে ১ ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ মাসে প্রথমবারের মতো মৃধাকে এই শাস্তি দিলো আইসিসি।

আইসিসি বলেছে, মারুফ মৃধা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কোড অব কনডাক্ট এর ধাপ-১ অমান্য করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় চলমান অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে তিনি এই অমান্য করেছেন বলে তাকে অভিযুক্ত করে আইসিসি।

আইসিসির বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট ধারা ২.৫ এ বলা হয়েছে, মাঠে এমন ভাষা, কাজ বা অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করা যাবে না, যেটি খেলাকে অবমাননা করে অথবা যা আন্তর্জাতিক ম্যাচের সময় একজন ব্যাটারকে আউট করার পর আক্রমনাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের ইনিংসের ৪৪ তম ওভারে। ভারতের ব্যাটার আরাভেলি আভানিশকে আউট করার পর মারুফ মৃধা আক্রমণাত্মকভাবে দুইবার ড্রেসির রুমের দিকে ইশারা করেছিলেন এবং ব্যাটারকে বিদায় দিয়েছিলেন।

মৃধার বিরুদ্ধে শাস্তির রায় দিয়েছেন, আইসিসির আন্তর্জাতিক আম্পায়ার প্যানেলের সদস্য শাইদ ওদভালা। তবে মারুফ তার উপর আরোপিত শাস্তি মেনে নেওয়ার কারণে আনুষ্ঠানিক কোনো শুনানির প্রয়োজন নেই।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR